সংবাদ

তারিখ 16 JAN 2018
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

কক্সবাজারে কেজি স্কুলগুলোতে বেপরোয়া শিক্ষাবাণিজ্য

ছাসিম উদ্দিন সিদ্দিকী, কক্সবাজার

শিক্ষার নামে পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারের কেজি স্কুলগুলোতে চলছে বেপরোয়া বাণিজ্য। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পার হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেজি স্কুলের ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে না পারায় এ বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। নিয়মনীতি না থাকায় কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নামে-বেনামে এসব স্কুল। এ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য থেকে শুরু করে নানা অজুহাতে কোমলমতি শিশুদের জিম্মি করে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারনে এ খাতে বিশাল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। কক্সবাজারে এসব অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জামায়াতের স্থানীয় নেতারা জড়িত বলে অভিযোগ আছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে কোমলমতি শিশু শিক্ষার নামে এসব অপ-বাণিজ্য চালিয়ে আসছে সৈকত নগরী কক্সবাজারে।

জানা গেছে, কক্সবাজারে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে অহরহ বেসরকারি কেজি স্কুল। এসব স্কুলে অতিরিক্ত ফি আদায়, বই বাণিজ্য দিশেহারা নিয়ে আয়ের মানুষ। বেসরকারি এসব স্কুলগুলোতে চলছে সিন্ডিকেট করে ভর্তি বাণিজ্য। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই আদায় করা হচ্ছে শিক্ষাবোর্ড নির্ধারিত ফি'র তিনগুণের চেয়ে বেশি টাকা। বই ও পোশাক কেনায়ও সমান তালে চলছে কমিশন বাণিজ্য। তাতে জড়িত রয়েছে অসাধু চিহ্নিত কিছু শিক্ষক ও কর্তারা। যাদের কারণে বেসরকারি স্কুলে পড়ানো শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা পড়েছেন বিড়ম্বনায়। এ থেকে উত্তোরণ চায় এ সকল অভিভাবক। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কক্সবাজার শহরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ ডজনের বেশি নয়। কিন্তু বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা অর্ধ শতের বেশি। শহরের প্রায় প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় ভাড়া ঘরের উপর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে বেসরকারি কেজি স্কুল। এসব স্কুলে একদিকে চলছে ভর্তি বাণিজ্য, অন্যদিকে বই নিয়ে বাণিজ্যও। ভর্তি বাণিজ্য ও বেতন একেক স্কুলে একেক ধরনের। তবে দীর্ঘ বছর ধরে কক্সবাজারে বেসরকারি স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আসছে স্থানীয় জামায়াতের শীর্ষ নেতারা। তাদের নিয়ন্ত্রণে চলছে এসব বাণিজ্য। শুধু তাই নয় নানা বিজ্ঞাপন আর অনুষ্ঠান দেখিয়ে বৃত্তির ফরম পূরণের নামে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে কোমলমতি শিশুদের টাকা। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন নীরব ভূমিকায় রয়েছে। একাধিক অভিভাবক জানায়, শহরের বায়তুশ শরফ জকারিয়া একাডেমিতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ফি নেয়া হচ্ছে সাড়ে ৪ হাজার টাকা। ফরমের জন্য নেয়া হয় আলাদা ২০০ টাকা। আর সাড়ে ৪ বছর বয়সের শিশুদের ভর্তি ফি'ও একই রকম। এর পরে ধারাবাহিকভাবে নেয়া হয় মাসোহারা হিসেবে বেতনের নামে মাসিক টাকা। যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য তারা শিশুদের ওই সব স্কুলে পড়াতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি ফি মাত্র ১৩২০ টাকা। কিন্তু সরকারি নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে কক্সবাজার কেজি এন্ড মডেল হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ফি নেয়া হচ্ছে ৪২০০ টাকা। এর পরে ধারাবাহিকভাবে নেয়া হয় মাসোহারা হিসেবে টাকা যেনো আদায় করতে থাকে। একইভাবে জেলার বিভিন্ন বেসরকারি এ স্কুলগুলোতে এভাবে শিশুদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অন্যদিকে উচ্চহারের ফি'র চাপে বেকায়দায় রয়েছে শ্রমজীবী ও অল্প আয়ের অভিভাবকেরা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশে নেই শিশুদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, অভিজ্ঞ পাঠদান। তারপরেও নানা অজুহাতে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে টাকা।

সচেতন অভিভাবকদের মতে, শিশুদের চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে পাঠ্যসূচির বাইরের ঐচ্ছিক বই। আর এসব ঐচ্ছিক বই নিয়েও চলছে স্কুলগুলোর গল্পাকাটা বাণিজ্য। মাত্র একটি ২০ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ধরা হচ্ছে ১২০ টাকা। অথচ প্রকাশকদের কাছ থেকে বই দোকানিরা এসব বই কেনে মাত্র ৩০ টাকায়। লাভের অংশগুলো ভাগ বাটোয়ারা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বই দোকানের মালিকেরা। জানা যায়, কলাতলীস্থ সৈকত কিন্ডার গার্টেন স্কুল গত বছর তাদের নির্ধারিত ঐচ্ছিক বই বিক্রির জন্য শহরের মোহাম্মদীয় লাইব্রেরির সাথে দেড় লাখ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো। একই চিত্র শহরের অন্যান্য বেসরকারি স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেও। শুধু তাই নয়, স্কুলের নির্ধারিত পোষাক বা ইউনিফর্ম নিয়েও চলছে ভয়াবহ বাণিজ্য। টেইলার্স বা দর্জির দোকানের সাথে চুক্তি করে সেখান থেকেও হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে মোটা অংকের অর্থ। এভাবে বেসরকারি স্কুলগুলোর চরম বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে শিক্ষাদানের এ মহান পেশাটি।

এ বিষয়ে শহরের কলাতলী এলাকার অভিভাবক ইসমত আকতার বলেন, অপর্যাপ্ত সরকারি স্কুল ও বিভিন্ন স্কুলে আসন না থাকা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মান সম্পন্ন শিক্ষা না থাকায় অভিভাবকেরা বাধ্য হয়ে কেজি স্কুলসহ বেসরকারি স্কুলগুলোর দিকে ঝুঁকছে। আর সুযোগ নিচ্ছে কেজি স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর সরকারি স্কুলেও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির নামে ১৩০০ থেকে দেড় হাজার টাকা করে নেয়া হচ্ছে বলে তিনি এই প্রতিবেদককে জানান।

কক্সবাজার নাগরিক কমিটির আহবায়ক আব্দুল হক নুরী জানান, স্কুলগুলোতে অতিরিক্ত ভর্তি ফির চাপে দিশেহারা হয়ে পড়েছে অভিভাবকরা। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের একেবারে নাভিশ্বাস উঠেছে। এসব স্কুলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কক্সবাজার সিভিল সোসাইটির সভাপতি আবু মোরশেদ চৌধুরী খোকা বলেন, শিক্ষায় বাণিজ্যিককরণ করা উচিত না। বেসরকারি স্কুলগুলোর ফি আদায়ের বিষয়টি তদারকি করা দরকার। অন্যথায় অনেক অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান পড়া লেখা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। কক্সবাজার সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর এম এ বারী স্কুলগুলোর বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি শোভন নয় বলে মন্তব্য করে অবিলম্বে তা বন্ধ করার দাবি জানান। কক্সবাজার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রাম মোহন সেন বলেন, স্কুলে ভর্তি ফি নেয়ার ব্যাপারে বোর্ডের নীতিমালা আছে সেটা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। যারা এটা করছে না তাদের বিরুদ্ধে জনগণ যদি অভিযোগ দেয় তাহলে ব্যবস্থা নেয়া যায়। কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইটিসি সাইফুল ইসলাম মজুমদার জানিয়েছেন, অতিরিক্ত ফি আদায়ের ব্যাপারে শীঘ্রই জেলা প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এদিকে যত্রতত্র অনুমোদনহীন গড়ে ওঠা পাড়া মহল্লা বা গ্রামের কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এসব স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৫৫৯টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। মাঠ প্রশাসনের অবহেলার কারণে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান শুমারির পাশাপাশি কেজি স্কুলগুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ থমকে গেছে।